◘ শূন্যস্থান পূরণ কর----------//

১. ঈশ্বরের সাকার রূপে অবতরণ করাকে —— বলা হয়।
২. জীবসেবা করলে —— সেবা করা হবে।
৩. হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তিকে বলা হয় ——।
৪. কর্ম অনুসারে —— ভোগ করতে হয়।
৫. ঈশ্বর ভগবান তখনই যখন জীবকে —— করেন।

উত্তর : ১. অবতার; ২. ঈশ্বরের; ৩. নারী; ৪. ফল; ৫. কৃপা।

◘ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জীবের মধ্যে ঈশ্বর	বিষ্ণুভক্ত ছিলেন
২. চিরমুক্তিলাভ মানেই হচ্ছে	আমাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন
৩. রাজা ভরত	আত্মারূপে অবস্থান করেন
৪. মাতৃরূপী ঈশ্বর	মোৰলাভ
	পরিত্রাণ লাভ

উত্তর : ১. জীবের মধ্যে ঈশ্বর **আত্মারূপে অবস্থান করেন।**
২. চিরমুক্তিলাভ মানেই হচ্ছে **মোক্ষলাভ।**
৩. রাজা ভরত **বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।**
৪. মাতৃরূপী ঈশ্বর **আমাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন।**

◘ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ তোমার প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি শুভকর্মের ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : আমার প্রাত্যহিক জীবনে আমি সকালে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে যোগাসন করি এরপর লেখাপড়া করি। তারপর ঘরে মায়ের সাথে সকলের জন্য খাবার তৈরি করি। সকালের আহার শেষ করে বিদ্যালয়ে যাই। লেখাপড়া শেষে বাড়ি ফিরে আহার করি। বিকালে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করি কিংবা বাগানের পরিচর্যা করি। সায়াহ্নকৃত্য করে বাড়ির কাজ করি। এরপর রাতে নৈশকৃত্য শেষে ঘুমাতে যাই।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ জন্মান্তরবাদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জন্মান্তরবাদ হলো হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্যের একটি। প্রত্যেককে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতে হয়। একে বলা হয় জন্মান্তর। এ জন্মান্তরের পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে কর্মবাদ। জীব তার কর্মফল ভোগের জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করে। একেই বলে জন্মান্তরবাদ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ভরত মুনিকে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল কেন?

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র মতে, মানুষ যেরূ প চিন্তা করতে করতে মৃত্যুবরণ করে সেরূ পে জন্ম লাভ করে। ভরত মুনি একটি শিশু হরিণকে লালনপালন করতেন। তিনি হরিণটির চিন্তা করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন। তাই ভরত মুনিকে হরিণরূ পে জন্ম নিতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কীভাবে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা যায় ?

উত্তর : হিন্দুধর্মে নারীকে ঈশ্বরের শক্তি হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই নারীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করাও ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের উপায়গুলো হলো :

১. নারীকে পরমা প্রকৃতি দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ মনে করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন; ২. নারীদের সহযোগিতা করা; ৩. সবসময় নারীদেরকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া; ৪. নারীদের অধিকার রক্ষা করা; ৫. নারীদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া।

◘ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'ব্রহ্ম, অবতার, দেব–দেবী এবং জীব–সব মিলিয়ে এক ঈশ্বর'–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়। তিনিই এ জগতের সৃষ্টিকর্তা। সকল জীব তারই উপাসনা ও আরাধনা করে। ঈশ্বরের রূ প দুটি। একটি সাকার এবং আরেকটি নিরাকার। সাকার রূ পগুলো হলো: অবতার, দেবদেবী ও জীবের মধ্যে পরমাত্মার জীবাত্মা রূ পে অবস্থান এবং তার নিরাকার রূ প হলো : ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি।

আমরা তার সাকার রূ পগুলো দেখতে পাই। এগুলো মূলত তার শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা তার নিরাকার রূ প দেখতে পাই না। অনুভবে তার এ রূ পকে স্তুতি জানাই। কিন্তু সাকার ও নিরাকার সকল রূ পের উৎস এক ঈশ্বর। তিনিই আমাদের কাছে কখনো ব্রহ্ম, কখনো অবতার, কখনো দেবদেবী। কিন্তু এরা সব মিলিয়ে এক ঈশ্বর।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরস্পর সম্পর্কিত'– বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। সকল জীবই কর্ম করে। কর্মের পেছনে কোনো না কোনো কারণ যেমন থাকে তেমনি ফলও থাকে। এ ফল অবশ্যই কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়। তা ভালো হোক আর মন্দ হোক। এটিই হলো কর্মবাদ।

কর্মফল ভোগ করতে অনেক সময় জীবকে পুনঃপুন জন্ম নিতে হয়। এভাবে একজন্ম শেষে মৃত্যুবরণ করে অন্য জন্মগ্রহণ করাকে জন্মান্তরবাদ বলে।

এ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কর্মবাদ থেকেই জন্মান্তরবাদের উদ্ভব। কর্মের ফল নষ্ট হয় একমাত্র ভোগের দ্বারাই। কর্মকর্তাকে এ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। ফল ভোগের জন্যই জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি। জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে জীব তার কর্মের ফল ভোগ করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'– সংস্কৃত বাক্যটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'–এ সংস্কৃত বাক্যটির অর্থ হলো– নিজের মোক্ষলাভ ও জগতের কল্যাণ করাই হলো ধর্মাচরণ। প্রকৃত পক্ষে মোক্ষলাভের উপায় হলো জীব ও জগতের কল্যাণ করা। হিন্দুধর্মে মোক্ষলাভ করতে হলে জীবের ও জগতের মঙ্গালের জন্যও কাজ করতে হয়। শুধু নিজের সুখের জন্য মোক্ষলাভের প্রতি আসক্ত হলে এবং জীব ও জগতের কথা চিন্তা না করলে তা স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। এটি প্রকৃত ধর্মাচরণ নয়। মোক্ষলাভ করতে চাইলে জগতের কল্যাণ না করলে ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ হয় না। ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ করতে পারলে ঈশ্বর কৃপা করেন এবং জীব মোক্ষলাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'মাতৃরূপই একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান'–দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মাতৃরূ পই একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান বলা হয়েছে। কেননা একজন আদর্শ মায়ের হাতে আদর্শ সন্তান গড়ে উঠতে পারে। সন্তানের কাছে মায়ের মতো বন্ধু আর নেই। রোগে, শোকে, আনন্দে, উৎসবে মা–ই হচ্ছেন সন্তানের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, উৎসাহদাতা ও আনন্দের উৎস। হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মশাস্ত্র মনুসিংহিতায় বলা হয়েছে "যে সংসারে নারীরা আনন্দে উৎসবে সুখে জীবনযাপন করে সে সংসার ঈশ্বরের কৃপায় শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে।" মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে "যে পরিবারে নারীর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হয়, সে পরিবারের দেবতারা আনন্দে বাস করেন।" মায়ের রূ প স্নেহময়ী ও সেবার এ রূ পে ঈশ্বর তার সৃষ্টি জীবকে সন্তানরূ পে স্নেহ করেন, কৃপা করেন। এ রূ পের তুলনা নেই। এমন মাতৃরূ পী নারীর প্রতি সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে মাকে শ্রদ্ধা করা, তার সেবাশুশ্রূষা করা। সুতরাং বলা যায়, মাতৃরূ পই একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান।

১. **ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন?**
● আত্মা ⓚ প্রাণ ⓖ বায়ু ⓘ সাকার

২. **মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে –**
i. জীবের কল্যাণ করা
ii. নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করা
iii. জগতের হিতসাধন করা।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ⓚ i ⓚ ii ● i ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩. **পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্য কর্তব্য কী?**
ⓚ বৃদ্ধবয়সে মা–বাবাকে সেবা করা | পারিবারিক স্বচ্ছলতার প্রতি গুরবত্ব দেওয়া
● পরিবারের নারী সদস্যদের যথাযোগ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা
ⓘ অতিথি ও প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌমিরানি একটি স্কুলে শিৰকতা করেন। তিনি সকল কাজ করার পাশাপাশি নিজের সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত সচেতন। কারণ তিনি জানেন যে, সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের অবদানই শ্রেষ্ঠ।

৪. **সন্তানকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৌমিরানির করণীয় –**
i. উপযুক্ত শিৰা প্রদান ii. নৈতিক চরিত্র গঠনকে গুরবত্ব দেওয়া
iii. স্বাবলম্বী করে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ i ও ii ● i, ii ও iii

৫. **সৌমিরানির পারিবারিক জীবনে আচরণিক যে অবস্থানটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো –**
i. কন্যারূপে ii. বধূরূপে iii. মাতৃরূপে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i ও ii

পাঠ-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ : প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, জীব ও জগতের কল্যাণ ভাবনা ■ পৃষ্ঠা ১৯-২১

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. **প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কী রয়েছে?** (জ্ঞান)
ⓚ দিক ● বৈশিষ্ট্য ⓖ গুণ ⓘ রূ প

৭. **নিরাকার ঈশ্বরকে কী বলা হয়?** (অনুধাবন)
● ব্রহ্ম ⓚ বিষ্ণু ⓖ মহেশ্বর ⓘ কৃষ্ণ

৮. **হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনটি?** (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বেদবাদ ⓚ ধর্মবাদ ● অবতারবাদ ⓘ যোগধর্ম

৯. **কীরূপে ঈশ্বর জীবের মাঝে অবস্থান করেন?** (জ্ঞান)
ⓚ মনরূ পে ⓚ দেহরূ পে ⓖ পরমাত্মারূ পে ● আত্মারূ পে

১০. **জীবসেবা করলে কার সেবা করা হয়?** (জ্ঞান)
ⓚ ব্রহ্ম ⓚ বিষ্ণু ● ঈশ্বর ⓘ মহেশ্বর

১১. **হিন্দুধর্মের নৈতিক শিক্ষার মূলভিত্তি কী?** (উচ্চতর দক্ষতা)
● জীবসেবা ⓚ পূজা–অর্চনা | দেবতাদের সেবা ⓘ ধর্মজ্ঞান

১২. **হিন্দুধর্মের অনুসারীরা কাকে বিশ্বাস করেন?** (জ্ঞান)
ⓚ ব্রহ্মা ⓚ বিষ্ণু ⓖ মহেশ্বর ● ঈশ্বর

১৩. **সবকিছুর পরিচালক কে?** (জ্ঞান)
ⓚ মহেশ্বর ● ঈশ্বর ⓖ ব্রহ্মা ⓘ বিষ্ণু

১৪. **'মোক্ষ' শব্দটির অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ⓚ আরোগ্য লাভ ⓚ চিরশান্তি লাভ ● চিরমুক্তি লাভ ⓘ জ্ঞান লাভ

১৫. **ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য কী?** (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নিজের কল্যাণ ও সুখলাভ ● জগতের কল্যাণ ও মোৰলাভ
ⓖ মুক্তির জন্য সাধনা ⓘ ঈশ্বরের ভক্তি

১৬. **হিন্দুধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে কী পালন করতে হয়?** (জ্ঞান)
● ধর্মাচার ও সংস্কার | শুধু আচারনিষ্ঠা ⓖ শুধু সংস্কার ⓘ তীর্থভ্রমণ

১৭. **কোনটি সংস্কার?** (জ্ঞান)
ⓚ তীর্থভ্রমণ ⓚ অতিথি সেবা ● অন্তেষ্টিক্রিয়া ⓘ তুলসী সেবা

১৮. **ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসেন কোন রূপে?** (অনুধাবন)
● সাকার রূপ ধারণ করে ⓚ নিরাকার রূ প ধারণ করে
ⓖ পশুপাখির রূ প ধারণ করে ⓘ মানুষের রূ প ধারণ করে

১৯. **ঈশ্বর তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?** (অনুধাবন)
● ঈশ্বর, দেব–দেবী, অবতার, জীব মিলিয়ে এক ঈশ্বর
ⓚ দেব–দেবী ও অবতার মিলিয়ে এক ঈশ্বর
ⓖ অবতার ও জীব মিলিয়ে এক ঈশ্বর
ⓘ দেব–দেবী ও জীব মিলিয়ে এক ঈশ্বর

২০. **ঈশ্বরকে ভক্তি করা হয় কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ দেব–দেবীর রূ প ধারণ করেন বলে ⓚ আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলে
ⓖ জীবজগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন বলে ● পরম করুণাময় বলে

২১. **ঈশ্বর কর্ম সৃষ্টি করেছেন কেন?** (অনুধাবন)
● জীবিকা অর্জনের জন্য ⓚ আসক্তি লাভের জন্য
ⓖ জীবনকে উন্নত করার জন্য ⓘ সবার সেবা করার জন্য

২২. **কর্মের সাথে কর্মফলের সম্পর্ক কেমন?** (অনুধাবন)
ⓚ জন্ম–মৃত্যুর ● পাপ–পুণ্যের | হিসাব–নিকাশের | সুখ–দুঃখের

২৩. **পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় কেন?** (অনুধাবন)
ⓚ কর্মের জন্য ⓚ পুণ্যলাভের জন্য ● কর্মফল ভোগের জন্য | স্বর্গে যাওয়ার জন্য

২৪. **কীভাবে মোক্ষলাভ করা যায়?** (অনুধাবন)
ⓚ জীবাত্মা আর জন্মগ্রহণ না করলে ⓚ জীবাত্মা আর কোনো কর্ম না করলে
ⓖ জীবাত্মা দেহ থেকে মুক্তি লাভ করলে ● জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে এক হয়ে গেলে

২৫. **কীভাবে পূজা করা হয়?** (অনুধাবন)
ⓚ ধর্মাচার অনুসরণ করে ● নির্দিষ্ট পূজাবিধি অনুসরণ করে
ⓖ শুধু প্রতিমা স্থাপন করে ⓘ মন্ত্র জপ করে

২৬. **'জীবসেবা ঈশ্বরের সেবা'– এর পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে কর?** (উচ্চতর দৰতা)
● জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন ⓚ ঈশ্বরের মধ্যে জীব আছেন
ⓖ জীব ঈশ্বরের সেবা করেন ⓘ ঈশ্বর জীবসেবা করেন

২৭. ঈশ্বরে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে পলি নিচের কোনটিকে সমর্থন করবে? (প্রয়োগ)
আমাদের নিয়মে বিশ্বসংসার চলছে | দেবতাদের নিয়মে বিশ্বসংসার চলছে
● ঈশ্বরের নিয়মে বিশ্বসংসার চলছে | তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাই

২৮. কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সম্পর্ক হিসেবে মোহিনী নিচের কোনটিকে সমর্থন করবে? (প্রয়োগ)
ক কর্ম না করেও কর্মফল পাওয়া যায় ● আগে কর্ম করতে হয়,পরে আসে তার ফল
কর্ম ও কর্মফল একই সাথে পাওয়া যায় ঘ আগে কর্মফল, পরে হয় কর্ম

২৯. "আত্মচিন্তার পাশাপাশি জগতের কল্যাণ করতে হবে।"–এ উক্তিটির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক জন্মান্তরবাদ ● মোৰলাভ গ কর্মবাদ ঘ অবতারবাদ

৩০. "জীবকে কষ্ট দেওয়াতো ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া।"–উক্তিটিতে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ঈশ্বরসেবা ● জীবসেবা গ আর্তসেবা ঘ অতিথিসেবা

৩১. ঈশ্বর বিভিন্ন রূপ ধরে পৃথিবীতে নেমে আসেন।– এখানে ধর্মের কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? (অনুধাবন)
ক কর্মবাদ খ জন্মান্তরবাদ ● অবতারবাদ ঘ দেববাদ

৩২. তত্ত্ব, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মকৃত্য–কথাগুলো দ্বারা কী প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ধর্মের বৈশিষ্ট্য খ কর্মের বৈশিষ্ট্য
গ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য ঘ জীবের বৈশিষ্ট্য

৩৩. ভোগ ছাড়া কর্মফল নষ্ট হয় না। উক্তিটিতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
ক মন্দকর্মের ফল অশুভ খ ভালো কর্মের ভালো ফল
গ কর্ম ছাড়া ফল পাওয়া যায় না ● কর্তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয়

৩৪. প্রীতম সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে কাজ করে। –এতে তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
ক কর্মবাদ খ জন্মান্তরবাদ গ কর্মফল ● মোৰলাভ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫. শুভকর্মের ফল– (অনুধাবন)
i. ভালো ii. কল্যাণ iii. পাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. ঈশ্বরের নিরাকার রূপকে উপাসনা করা হয়– (অনুধাবন)
i. প্রতিমা স্থাপন করে ii. মন্ত্র জপে iii. গানে কীর্তনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. দেব–দেবীরা ঈশ্বরের– (অনুধাবন)
i. গুণের প্রকাশ ii. অংশ iii. সাকার রূ প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৮. "কর্ম করলে কর্মফল আসে।"– উক্তিটি কী প্রমাণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত ii. কর্মফল কর্মকর্তা ভোগ করবে
iii. শুভ–অশুভ কর্ম বিবেচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. 'অর্ধনারীশ্বর' কথাটির তাৎপর্য– (অনুধাবন)
i. পুরবষ ও নারীর সমতা ii. পুরবষের অধিকার
iii. নারীর প্রতি পূর্ণ মর্যাদাবোধ প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জয়ন্ত প্রতিনিয়ত ধর্মাচার ও সংস্কার পালন করেন। তিনি সুনির্দিষ্ট পূজা বিধিও অনুসরণ করেন।

৪০ জয়ন্তের ধর্মাচার পালনের সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
● নিত্যকর্ম ও যোগ | জন্মকৃত্য গ বিবাহ ঘ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

৪১. উদ্দীপকের শেষ উক্তিটি প্রমাণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ধর্মাচার পালন ii. যথাযথভাবে দেবতাদের আরাধনা
iii. হিন্দুধর্মের স্বরূ প প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল একজন নিষ্ঠাবান পুরবষ। তিনি প্রতিদিন নিত্যকর্ম, গঙ্গাস্নানসহ বিভিন্ন আচারবিধি মেনে চলেন। অসীম প্রতিদিন তাকে একই কাজ করতে দেখে একদিন এ সম্পর্কে এবং এ কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সজল হিন্দুধর্মের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তাকে জানালেন।

৪২. জয়ন্ত হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি উল্লেখ করেছেন? (প্রয়োগ)
● ধর্মাচার ও সৎকার খ নিত্যকর্ম গ যোগাসন ঘ অতিথি সেবা

৪৩. উদ্দীপকে জয়ন্তের আচারবিধি মেনে চলার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিশ্বাস ও ভক্তি ii. ধর্মের স্বরূ প iii. মৌলিক ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ এবং নারীর মর্যাদা ■ পৃষ্ঠা ২২-২৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি কয়টি? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৪৫. কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্য মানুষের কী হয়? (জ্ঞান)
ক শাস্তি খ পুরস্কার ● জন্ম ঘ মৃত্যু

৪৬. জন্মান্তরের পেছনে কী রয়েছে ? (অনুধাবন)
ক কর্ম ● কর্মবাদ গ জন্ম ঘ মৃত্যু

৪৭. বিষ্ণুভক্ত রাজার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক রাম ● ভরত গ সুরথ ঘ লক্ষ্মণ

৪৮. ভরত কার কন্যাকে বিয়ে করেন? (জ্ঞান)
ক শ্যামরূপ খ কৃষ্ণরূ প ● বিশ্বরূ প ঘ বৈশ্যরূ প

৪৯. সাধনার পরে ভরত কী নামে পরিচিত হয়? (জ্ঞান)
● মুনি ভরত খ জ্ঞানী ভরত গ তপস্বী ভরত ঘ রাজা ভরত

৫০. ভরত মুনি পরের জন্মে কীরূপে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক মনুষ্য ● হরিণ গ সিংহ ঘ পাখি

৫১. সমাজে নারীকে কয়টি অবস্থায় দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক ১ খ ২ ● ৩ ঘ ৪

৫২. হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মশাস্ত্র কোনটি (জ্ঞান)
● মনুসংহিতা খ বেদসংহিতা গ ঋগ্বেদসংহিতা ঘ সামবেদসংহিতা

৫৩. হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তি রূপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক পুরবষ খ শিশু ● নারী ঘ দেবতা

৫৪. মানুষ কোন কারণে বারবার জন্মগ্রহণ করে? (উচ্চতর দৰতা)
পুণ্যের জন্য ● কর্মফল ভোগের জন্য | কর্মের জন্য | পুনর্জন্মের জন্য

৫৫. কীভাবে রাজা ভরত মুনি ভরত হলেন? (অনুধাবন)
ক জ্ঞান দ্বারা খ পুণ্য দ্বারা গ কর্ম দ্বারা ● সাধনার দ্বারা

৫৬. রাজা ভরত বনে যান কেন? (অনুধাবন)
ক জ্ঞানার্জনের জন্য খ পুণ্য অর্জনের জন্য
● তপস্যার জন্য ঘ কর্মফল ভোগের জন্য

৫৭. মুনির তপস্যা বন্ধ হয়ে যায় কেন? (অনুধাবন)
● হরিণ শিশুর যত্ন–আদরে সময় কাটানোর জন্য
খ ব্যাঘ্রশিশুর যত্ন–আদরে সময় কাটানোর জন্য
গ মেষশাবকের যত্ন–আদরে সময় কাটানোর জন্য
ঘ ঈশ্বরের পূজা–অর্চনার জন্য

৫৮. রাজা ভরত হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন কেন? (অনুধাবন)
ক হরিণ তার প্রিয় ছিল বলে | তিনি হরিণ হয়ে জন্মাতে চেয়েছিলেন বলে
● হরিণের চিন্তা করতে করতে মারা যান বলে | তিনি হরিণশিশুটিকে যত্ন করতেন বলে

৫৯. জন্মের পরে কী রয়েছে? (অনুধাবন)
ক কর্ম খ কর্মফল গ পুনর্জন্ম ● মৃত্যু

৬০. সৃজন নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে। এর কারণ হিসেবে নিচের কোনটিকে তুমি সমর্থন করবে? (উচ্চতর দৰতা)
● মহামায়ার অংশ বলে খ ঈশ্বরের অংশ বলে
গ দেবতাদের অংশ বলে ঘ ব্রহ্মার অংশ বলে

৬১. অর্ধেক শিব ও অর্ধেক পার্বতী।– এ কথাটির তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● পুরবষ ও নারীর সমতা ⓖ পুরবষ ও নারীর বৈরিতা
ⓖ পুরবষ ও নারীর অধিকার ⓘ পুরবষ ও নারীর মর্যাদা

৬২. ঈশ্বরের শক্তি হচ্ছে নারী আর মহামায়া এ শক্তির দেবী।–এখানে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ দেব শক্তি ● নারী শক্তি ⓖ তেজ শক্তি ⓘ ব্রহ্ম শক্তি

৬৩. কোনো পরিবারে যদি নারীকে অশ্রদ্ধা করা হয় তবে সব শুভকর্ম নিষ্ফল হয়।–উক্তিটিতে কী বোঝানো হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
নারীর সম্মান | নারীর সমতা | ● নারীর মর্যাদা | নারীর অধিকার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৪. ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য নিজেকে– (অনুধাবনা)
i. দু'ভাগ করেন ii. নারী ও পুরবষে ভাগ করেন
iii. অর্ধনারীশ্বর রূ পে প্রকাশ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৫. মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলে– (অনুধাবনা)
i. নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ ii. ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা iii. পাপ–পুণ্যের ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. ঈশ্বর সর্বময় কর্তা– (অনুধাবনা)
i. স্থিতির ii. সৃষ্টির iii. বিনাশের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৭. "মোক্ষলাভ অর্থ চিরমুক্তি লাভ।"–উক্তিটিতে বোঝানো হয়েছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জন্ম–মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি ii. পরমাত্মার নামে মিলন iii. স্বর্গ প্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সীমা একজন বিবাহিতা নারী। কিন্তু তার সংসারে শান্তি নেই। পরিবারে তার কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই। সে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়া শুরব করে এবং ধর্মগ্রন্থের বাণী শুনিয়ে নারীদের তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বুঝাতে সৰম হয়।

৬৮. সীমা তার অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোন ধর্মগ্রন্থটি পড়ে? (প্রয়োগ)
ⓚ বেদ ⓖ পুরাণ ● মনুসংহিতা ⓘ গীতা

৬৯. উক্ত ধর্মগ্রন্থে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করার যৌক্তিক কারণ– (অনুধাবন)
i. নারীকে মর্যাদা দিলে পরিবারে দেবতারা থাকেন
ii. নারীকে মর্যাদা দিলে পরিবার সুখী হয়
iii. নারীকে মর্যাদা দিলে শুভকর্ম নিষ্ফল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অধীরবাবু কর্মকে ধর্ম জ্ঞান করেন। মা–বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সকলের জন্য তিনি আর্থিক, পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। তবে তিনি মা, বোন এবং স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল। এ কাজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিংবা সৃষ্টিকর্তার নিকট কোনো কিছু প্রত্যাশা করেন না। তার ধারণা মানুষের জন্ম একবারই হয়। পাপ–পুণ্য সবই এ পৃথিবীতে ঘটে।

ক. 'মোৰ' কথাটির মানে কী?
খ. 'জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ'–কথাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. অধীরবাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি অধীরবাবুর আচরণ যথার্থ' –কথাটি তোমার পঠিত 'নারীর মর্যাদা' বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. 'মোক্ষ' কথাটির মানে হলো চিরমুক্তি লাভ করা।

খ. জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ। জন্মান্তর বলতে এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম গ্রহণ করাকে বোঝায়। জীব তার কর্মের ফল ভোগের জন্যই পুনঃপুন জন্ম নেয়। একে বলা হয় কর্মবাদ। কর্মের ফল অনুযায়ী তাই জীবের জন্ম হয়। এ ফল ভালো হলে জন্ম সুখের হয়। ফল মন্দ হলে জন্ম দুঃখের হয়। তাই বলা হয়, জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ।

গ. অধীর বাবুর আচরণে হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীব ও জগতের কল্যাণ ভাবনার বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে।
আমরা জানি, জীব ও জগতের কল্যাণ–ভাবনা অনুযায়ী ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য মোক্ষলাভ ও জগতের কল্যাণ। আত্মসুখের চিন্তা না করে জীবজগতের কল্যাণ ভাবনাই হলো মোক্ষলাভের উপায়।
উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, অধীরবাবু তার ঘনিষ্ঠ স্বজন ও প্রতিবেশী সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। নারীদের মর্যাদা দেন। তার এ আচরণে হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো নারীর প্রতি মর্যাদা প্রকাশ করা। হিন্দুধর্মে নারীর মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়। কারণ নারী ঈশ্বরের শক্তি স্বরূ প।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অধীরবাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জীব ও জগতের কল্যাণ ভাবনা বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অধীরবাবু তার মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন। তার এই আচরণ করা যথার্থ। কারণ এটি হিন্দুধর্মের এক অন্যতম প্রধান শিক্ষা। হিন্দুধর্মে নারীর মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ ঈশ্বরের প্রকৃতি হচ্ছে নারী। তাঁরা ঈশ্বরের শক্তিস্বরূ প। তাই নারীকে অবহেলা করলে ঈশ্বরকেই অবহেলা করা হবে। নারীর প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাশীল হলে ঈশ্বর কৃপা করেন। সুখ সমৃদ্ধ দেন।
উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, অধীরবাবু মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি খুব ভালো আচরণ করেন। তাদের মর্যাদা দেন। তাদের অধিকার আদায়ে যথার্থ গুরুত্ব দেন।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত অধীর বাবু তার মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন। তার এই আচরণ করা যথার্থ।

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুজয় ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। তিনি জানেন জীবের মাঝেই ঈশ্বর বিরাজমান। তাই তিনি কোনো জীবকে কষ্ট দেন না। সকল কর্ম ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে জগতের কল্যাণের কথাও চিন্তা করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন, ধর্মাচরণের মূল লৰ্য 'আত্মমোৰায় জগদ্ধিতায় চ।'

ক. হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের রূ প সাকার না নিরাকার? ১
খ. অবতার কাকে বলে? ২
গ. জীবের মাঝে ঈশ্বর বিরাজমান– সুজয় কীভাবে তার এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাবে? ৩
ঘ. 'আত্মমোৰায় জগদ্ধিতায় চ'– উক্তিটির মর্মার্থ বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. হিন্দুধর্মে ঈশ্বর হলেন নিরাকার।

খ. ঈশ্বর যখন জগতের মঙ্গালের জন্য সাকার রূ প ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন তাকে অবতার বলে।
ঈশ্বর নিরাকার হলেও তিনি সাকার রূ প ধারণ করতে পারেন। সাকার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারেন। আর ঈশ্বর যখন সাকার রূ প ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন তখন তাকে বলা হয় অবতার।

গ. জীবের মাঝে ঈশর বিরাজমান –সুজয়ের এ বিশ্বাসটির অনুরূ প আচরণ করে, জীবের সেবা করে, সকলের কল্যাণ চিন্তা করে তার নিজের জীবনে পরম এ মতটির প্রতিফলন ঘটাবে।
জীবের আত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ, তাই বলা হয়, ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। তাই জীবের কল্যাণ করা, জীবসেবা করা–এসবই ঈশ্বর সেবার অংশ।
উদ্দীপকের সুজয়ও বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর জীবের মাঝে অবস্থান করেন। তাই তিনি কোনো জীবকে কষ্ট দেন না। এর পাশাপাশি জীবসেবা করেও তিনি তার বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখাতে পারবেন বাস্তব জীবনে।

ঘ. 'আত্মমোৰায় জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মোৰলাভ ও জগতের কল্যাণ –পরমের এ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।
কারণ ধর্মপালনের মাধ্যমে শুধু নিজের মোৰলাভ করার কথা চিন্তা করলেই হবে না। তাহলে সেটি হবে কেবলই আত্মসুখের চিন্তা। হিন্দুধর্ম কেবল নিজের সুখের চিন্তা করার বিষয়টি মোটেই অনুমোদন করে না। আত্মমোৰ চিন্তার পাশাপাশি জগতের কল্যাণ করতে হবে। অন্যথায় ধর্মাচরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর মোৰলাভও হবে না।
উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, পরম ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস করেন। জীবের মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান তা মূলত ঈশ্বরই– এ ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে সে জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। সুতরাং জীব ও জগতের কল্যাণ সাধনই মোৰলাভের অন্যতম উপায় –এ উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শরজিৎ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, জীবনের জন্য কর্ম, অন্য কিছুর জন্য নয়। তার বাবার বন্ধু পন্ডিত সাধন বাবু বলেন, যে কোনো কর্মের রয়েছে ফল– সেটা ভালে হোক বা মন্দ হোক। আর এ কর্মের জন্যই মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত।

ক. হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি কয়টি? ১
খ. কর্মবাদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের উলিৱখিত মানুষের বার বার জন্মগ্রহণের পেছনে কোন ধরনের কারণ রয়েছে বলে সাধন বাবু মনে করেন? ৩
ঘ. 'কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত' –এ উক্তিটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

▸◂ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি হলো দুটি।

খ. কর্মবাদ হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি ভিত্তির একটি। প্রত্যেক কর্মেরই শুভ–অশুভ যে ফল উৎপন্ন হয় সেটি কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। বর্তমান জন্মে যদি কর্মফলের ভোগ শেষ না হয় তাহলে কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্যই মানুষের পুনঃপুন জন্ম হয়। একেই বলে কর্মবাদ।

গ. উদ্দীপকের উলিৱখিত যে বিষয়টির জন্য মানুষকে বার বার জন্ম নিতে হয় বলে সাধন বাবু মনে করেন তা হলো কর্মবাদ।
আমরা জানি, মানুষ তার প্রত্যেক কর্মের জন্যই ফল লাভ করে। এক জীবনে যদি তার কৃতকর্মের ফল শেষ না হয় তাহলে তা পূরণের জন্য তাকে আবারও পৃথিবীতে আসতে হয় বা জন্মগ্রহণ করতে হয়। এভাবে যতদিন তার অর্জিত কর্মফল শেষ না হয়, ততদিন তাকে বারবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হলে তাকে বলে জন্মান্তর। জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে এই কর্মবাদ।
উদ্দীপকে দেখা যায় যে, শরজিৎ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, জীবনের জন্য কর্ম, অন্য কিছুর জন্য নয়। তার বাবার বন্ধু পন্ডিত সাধন বাবু বলেন, যে কোনো কর্মের পেছনেই রয়েছে তার ফল– সেটা ভালে হোক বা মন্দ হোক। আর এ কর্মের জন্যই মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত। উদ্দীপকের উলিৱখিত মানুষের বার বার জন্মগ্রহণের পেছনে কর্মবাদের ভূমিকার কথাই সাধন বাবু বলেছেন।

ঘ. কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত –এ উক্তিটি যথার্থ।
প্রত্যেকটি কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে কর্মের ফল। যেমন : এক বালক বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা জলে স্নান করে আনন্দ পায়। কিন্তু সে জানে না যে বৃষ্টিতে ভেজা এবং ঠান্ডা জলে দীর্ঘসময় থাকলে তার অসুখ হতে পারে। সে না জানলেও কর্মের ফল হিসেবে তাকে অসুস্থ হতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কর্মের সাথে কর্মের ফল সম্পর্কযুক্ত। কর্ম করলেই কর্মফল আসে। আর সে কর্মফল অবশ্যই কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হয়।
উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, শরজিৎ কর্মফলে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, জীবনের জন্য কর্ম, অন্য কিছুর জন্য নয়। তার বাবার বন্ধু পন্ডিত সাধন বাবু বলেন, যে কোনো কর্মের পেছনেই রয়েছে তার ফল– সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক। আর এ কর্মের জন্যই মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত।
সূতরাং উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেৰিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কর্মের সাথে কর্মফল সম্পর্কযুক্ত উক্তিটি যথার্থ।

◘ জ্ঞানমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তির নাম কী?
উত্তর : ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তির নাম আদ্যাশক্তি মহামায়া।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ জীবের মধ্যে কে অবস্থান করেন?
উত্তর : আত্মারূ পে ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য কতটি?
উত্তর : হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি। যথা : কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মোক্ষ কথাটির মানে কী?
উত্তর : মোৰ কথাটির মানে হচ্ছে চিরমুক্তি লাভ।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ জন্মান্তরের পেছনে কী রয়েছে?
উত্তর : কর্মবাদ।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ভরত রাজার স্ত্রীর নাম কী?
উত্তর : ভরত রাজার স্ত্রীর নাম পঞ্চজনা।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ রাজা ভরতের পুত্র কয়জন?
উত্তর : ৫ জন।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সমাজে একজন নারীর অবস্থা কয়টি?
উত্তর : ৩টি। যথা : কন্যা, বধূ ও মাতা।

◘ অনুধাবনমূলক----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কীভাবে হিন্দুধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা কর।
উত্তর : প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হিন্দুধর্মের বিশেষ তত্ত্ব, কতগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকৃত্য রয়েছে, যেগুলো হিন্দুধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, কর্মবাদ ও

জন্মান্তর, অবতারবাদ, মোৰলাভ, জীব ও জগতের কল্যাণ ভাবনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুধর্মের স্বরূ প।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি করা হয়?

উত্তর : হিন্দুধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কেননা তাঁরই নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে বিশ্বসংসার চলছে। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশে সর্বময় কর্তা এবং তিনি পরম দয়ালু পরম করবণাময়। তাই তাঁকে ভক্তি করা কর্তব্য। দেব–দেবীরাও ঈশ্বরের অংশ। তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি করলে তাদেরও ভক্তি করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ধর্মকৃত্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ধর্মের প্রয়োগ হয় তার কৃত্য বা উপাসনায়। ধর্মাচারে ও আচরণীয় সংস্কারে। হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের নিরাকার রূ পকে উপাসনা করা হয় মন্ত্র। জপে ও গানে–কীর্তনে। তাঁর সাকার উপাসনা করা হয় দেব–দেবীর পূজা করার মাধ্যমে। নিত্যকর্ম ও যোগাসন, তীর্থভ্রমণ, অতিথি সেবা ইত্যাদি ধর্মাচার ও জন্মকৃত্য, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম চর্চা করা হয়। আর এ সবই ধর্মকৃত্য।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কীভাবে নারী শক্তির প্রতি হিন্দুধর্ম মর্যাদা প্রকাশ করেছে?

উত্তর : অদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ মনে করে নারীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, সমতাপূর্ণ আচরণ শিৰা দেয়ার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম নারীশক্তির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তি হচ্ছে নারী। শক্তি ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আর সেই শক্তির দেবী হচ্ছেন নারী। এভাবে নারীশক্তির প্রতি হিন্দুধর্ম মর্যাদা প্রকাশ করেছে।